PANI SAMPAD BARTA

ISSN 1607-9841

এলজিইডি
পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ২৮, জানুয়ারী - মার্চ ২০০৯
ISSUE 28, JANUARY - MARCH 2009

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলপত্র প্রণয়ন ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত বিষয়ক কর্মশালা

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কৌশল প্রণয়ন ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত করার জন্য এলজিইডি'র সম্মেলন কক্ষে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন IWRMU এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব আনোয়ারুল হক। পাশে উপবিষ্ট আছেন (ডানে) মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, IWRMU; (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়) মোঃ সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প; (বামে) ডঃ আবুল কাসেম, পরামর্শক।

এলজিইডি ১৯৯৫-৯৬ বৎসর থেকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে এবং নির্মিত অবকাঠামোসমূহের টেকসই ও স্থিতিশীল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে উপকারভোগী জনগণ কর্তৃক পরিচালিত একটি কার্যকর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি পানি সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কৌশল প্রণয়ন ও Manual প্রস্তুতের জন্য একটি পরামর্শক দল কাজ করে চলেছে। তাঁরা মাঠ পর্যায়ে তিনটি Pilot উপ-প্রকল্পে উপকারভোগী শুমারির মাধ্যমে ভূমির মালিকানাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস, উপ-প্রকল্পের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও কৃষি জরিপ, Focus Group Discussion এবং কর্মশালার মাধ্যমে পাবসসের Grading, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নীতকরণ ও Cost Sharing ইত্যাদি বিষয়ে উপকারভোগীর মতামতের ভিত্তিতে এবং জাতীয় পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পানি সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কৌশল প্রণয়ন ও Manual তৈরি করবেন।

ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলপত্র প্রণয়ন ও Manual তৈরির উদ্দেশ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ও ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (IWRMU) এলজিইডি। কর্মশালায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মশিউর রহমান, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক, পরামর্শক দলের সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী এবং মাঠ পর্যায় থেকে উপজেলা প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, সোসিও-ইকোনমিষ্ট, ফ্যাসিলিটেটর ও পাবসস'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ ধরনের আরও তিনটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে এবং সকল কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত করে একটি পানি সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কৌশল প্রণয়ন ও Manual প্রস্তুত করা হবে।

অন্যান্য পাতায়

সম্পাদকীয়, টেকসই কৃষি উৎপাদন, মহিলাদের সবজি চাষ প্রশিক্ষণ, উপ-প্রকল্প হস্তান্তর, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা সভা, জৈব সার প্রদর্শনী, ডিজাইন-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ, জাইকা প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন, পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরাম।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-এর প্রশিক্ষকদের ToT কোর্স সম্পন্ন

ToT কোর্সে অংশগ্রহণরত বিপিএটিসি সদস্যবৃন্দ

এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গঠিত পাবসস-এর প্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমের বিষয়ে একদিনের একটি ToT কোর্স গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে সম্পন্ন হয়। এ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের (১) দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধক কার্যক্রম ও এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (২) কৃষি উৎপাদন, সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন এবং (৩) মাছ চাষে আগ্রহী সুবিধাভোগীদের জন্য মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো গোপালগঞ্জ জেলাধীন বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি)-এর প্রশিক্ষকদের সামনে উপস্থাপন করা। আগামীতে উপ-প্রকল্পগুলোর উপকারভোগীদের বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি)-এর প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত ToT কোর্সে অংশগ্রহণ করেন গোপালগঞ্জ জেলাধীন কোটালীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত বিপিএটিসি-এর পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকসহ ৯ জন রিসোর্স পার্সন। কোর্সে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন), নির্বাহী প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), সিনিয়র সোসিও-ইকোনমিষ্ট, সিনিয়র কৃষিবিদ ও সিনিয়র মৎস্যবিদ প্রকল্প কার্যক্রমগুলোর সার্বিক বিষয় উপস্থাপন করেন।

পাবসস পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা

মৎস্য অধিদপ্তর বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এডিবি চিংড়ি হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র, চরপাড়া, কক্সবাজারে "বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক হ্যাচারী অপারেটরদের জন্য এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ১৯ জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ১৫ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ২ জন সুফলভোগী পাবসস সদস্য জনাব মোহাম্মদ আকরাম, চৌফলদন্ডী পাবসস লিঃ, সদর, কক্সবাজার এবং মোঃ আসাদুজ্জামান, ছোটজংছড়ি পাবসস লিঃ, রামু, কক্সবাজার, হ্যাচারী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক বিষয়াদি উপস্থাপন, প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে অনুশীলনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সহায়তা করেন মৎস্য অধিদপ্তরের চিংড়ি বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারীর টেকনিশিয়ান ও মালিক, World Fish Centre (PCR) গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞ, এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ।

মৎস্য অধিদপ্তরের এডিবি চিংড়ি হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রে হাতে কলমে বাগদা চিংড়ির পিএল (Post larvae) উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত্ব করছেন

সম্পাদকীয়

পঞ্চম বিশ্ব পানি ফোরাম (Fifth World Water Forum) গত ১৬-২২শে মার্চ, ২০০৯ তারিখে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। এই ফোরামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পানি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয়। শতাধিক দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল ওই ফোরামে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন হাজার হাজার নীতি নির্ধারক, সরকারি এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ। ফোরামের প্রধান প্রতিপাদ্য 'পানি বিভক্তির মাঝে সেতুবন্ধন' (Bridging Divides for Water)-শীর্ষক কথকতার পাশাপাশি এখানে ছিল আরো ছয়টা সহ-প্রতিপাদ্য: ১) বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ২) মানবিক উন্নয়নের অগ্রগতি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি), ৩) পানি সম্পদের উৎস সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা, ৪) সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনা, ৫) অর্থ এবং ৬) শিক্ষা, জ্ঞান এবং সক্ষমতার উন্নয়ন।

ফোরামে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আরো বেশী সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনার ওপর জোর দেয়া হয়। এখানে জাতীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংসদ সদস্য - এই তিন স্তরের রাজনৈতিক ক্ষমতার এক টেবিলে বসার কথাও চলে আসে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটি সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে তোলা। নিবিড় আলোচনা হয় একাধিক দেশের ভূপরিস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আন্ত:সীমান্ত নদী ও জলাশয় ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর সহযোগিতার সূচনা নিয়ে। এই প্রস্তাবনায় জোর সমর্থন প্রদান করে বাংলাদেশ। নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে এ ধরনের সহযোগিতা কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো বর্তমান আছে কিনা, মূল্যায়ন করা হয় তাও। সেই বাস্তবতায় এসব সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আমাদের চাই অভিন্ন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও স্থিতিস্থাপক এবং স্বত:স্ফূর্ত পানিবন্টন ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্তরিক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা।

বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহের লাগসই ও যুক্তিযুক্ত সমাধান করতে উৎস অঞ্চলের পানি প্রবাহের প্রধান ইকোলজিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কৌশলগত কার্য পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতির নিবাস নিরাপদ রাখতে ন্যূনতম পানি প্রবাহ যেন অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করা; পানি দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ; ভূ-গর্ভস্থ মূল জলধারা পুনঃসঞ্চিত হওয়ার স্থানের বনভূমি সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় বন্যার স্রোতধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া; পানির প্রভাবসম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসাধন করা এবং নদী অববাহিকা পর্যায়ে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের আশু বাস্তবায়ন যে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে জরুরী ভিত্তিতে অনুধাবন করার সময় এসেছে। বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ বিভিন্ন সময়ে পানি সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে তার সুপারিশমালা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সময়মতো তুলে ধরেছে সে জন্যে আমরা সাধুবাদ জানাই।

টেকসই কৃষি উৎপাদন শীর্ষক দ্বিতীয় ধাপ (ফলোআপ) প্রশিক্ষণ

তিন দিনব্যাপী টেকসই কৃষি উৎপাদন শীর্ষক ফলোআপ প্রশিক্ষণের ৬৩তম ব্যাচ ১ মার্চ-৩ মার্চ, ২০০৯ এবং ৬৪তম ব্যাচ ৭ মার্চ-৯ মার্চ, ২০০৯, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণের ৬৩তম ব্যাচে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বরিশাল, গোপালগঞ্জ জেলার ৬টি উপ-প্রকল্পের প্রতিটি পাবসসের কৃষি উপ-কমিটি থেকে ৩ জন করে ১৮ জন সদস্য, সংশ্লিষ্ট ৬ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ১ জন কৃষি ফ্যাসিলিটেটরসহ মোট ২৫ জন এবং ৬৪তম ব্যাচে ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুড়া জেলার সমসংখ্যক উপ-প্রকল্প থেকে পাবসস কৃষি উপ-কমিটির ১৮ জন কৃষক সদস্য, ৬জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ১ জন কৃষি ফ্যাসিলিটেটরসহ ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। দুই ব্যাচে সর্বমোট ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

টেকসই কৃষি উৎপাদন ফলোআপ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করছেন জনাব অনিল চন্দ্র বর্মন, নির্বাহী প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন)। তাঁর বাম পার্শ্বে জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও মুখ্য প্রশিক্ষক, এটিআই, ঢাকা এবং ডান পার্শ্বে জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন খান, সিনিয়র কৃষিবিদ, পিএমও।

এ ফলোআপ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথম ধাপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপ-প্রকল্পের পাবসস সদস্যগণ ইতোপূর্বে প্রাপ্ত টেকসই কৃষি উৎপাদন প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগে কতটুকু সচেতন হয়েছেন সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ সম্পর্কে ফলাবর্তনের (Feed back) তথ্য সংগ্রহ করা। এই দ্বিতীয় ধাপ প্রশিক্ষণ প্রকৃতপক্ষে প্রথম ধাপের Brush up কোর্স হিসেবে পরিচালিত হয়, যাতে পাবসস সদস্যগণ পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই ও পরিবেশ অনুকূল কৃষি উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারেন।

ফলোআপ প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণের পর তাঁরা বাৎসরিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আবাদকৃত শস্যের জাত ও শস্য বিন্যাসে পরিবর্তন, উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, সমন্বিত বালাই দমন, Leaf colour chart ব্যবহার, গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার, সুষম রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জৈব সার ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকতর যত্নবান হয়েছেন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন।

উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কোর্স দুটিতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিবীক্ষণ করেন এবং প্রকল্পের সিনিয়র কৃষিবিদ এর সমন্বয়সাধন করেন। উল্লেখ্য যে কৃষি উৎপাদন ও ফলোআপ প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত ৬৪ টি ব্যাচে মোট ১,১৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

পাবসস মহিলা সদস্যদের সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বিপিএটিসি), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এ প্রথমবারের মত পাবসসের মহিলা সদস্যদের জন্য শাক-সবজি চাষ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে ১৪-১৬ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত বলজতলা-কলমাতাজা উপ-প্রকল্প, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ ও মোস্তফাপুর উপ-প্রকল্প, সদর, মাদারীপুর থেকে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং দ্বিতীয় ব্যাচে ১৭-১৯ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্প, রূপসা, খুলনা ও মেগচামী উপ-প্রকল্প, মধুখালী, ফরিদপুর থেকে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে প্রতি পাবসস থেকে ১৩ জন মহিলা সদস্য ও কৃষি উপ-কমিটি থেকে ২ জন কৃষক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাবসস মহিলা সদস্যদের উপ-প্রকল্প এলাকার কৃষি মৌসুম উপযোগী শাক-সবজি উৎপাদন পদ্ধতির বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়াই এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। বীজ বপন থেকে শুরু করে তারা যেন ফসল পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ, বীজ আহরণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বসতবাড়ি সংলগ্ন স্থানে শাক-সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিসহ খাদ্য ও পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন সেজন্যই তাদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব ডঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা তালুকদার ১৫ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণে উপস্থিত হন। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বক্তব্যে পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, আয়বর্ধনে সবজীচাষের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব দিলীপ কুমার দত্ত, পরিচালক, বিপিএটিসি, কোটালীপাড়া, মোঃ নায়েব আলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব মোঃ তোজাম্মেল হক, সহকারী পরিচালক (কৃষি), অসিত কুমার, ফুড সিকিউরিটি অফিসার, কোটালীপাড়া এবং মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন উপজেলা কৃষি অফিসার, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। কোর্স দুটিতে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন মোঃ তোজাম্মেল হক, সহকারী পরিচালক (কৃষি) ও মোঃ সোহরাব হোসেন খান, সিনিয়র কৃষিবিদ, পিএমও।

পাবসসের মহিলা সদস্যদের উপ-প্রকল্প এলাকার কৃষি মৌসুম উপযোগী শাক-সবজি উৎপাদন প্রশিক্ষণে হাতে কলমে শিক্ষার্থীগণ সবজি বাগানের জমি তৈরি করছে; বিপিএটিসি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

দেওড়াজান নদী উপ-প্রকল্পের পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো হস্তান্তর

গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন দেওড়াজান নদী পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ (এসপি নং- ২৮১১১) দেওড়াজান পাবসস লিঃ এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা ও জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি, পাবসস লিঃ। হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি উপজেলার তেতুলিয়া ইউনিয়নের তেতুলিয়া গ্রামে দেওড়াজান উপ-প্রকল্প পাবসসের নিজস্ব কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য ও উপকারভোগী জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাম দিক থেকে তৃতীয় জনাব মোঃ কাজী আবেদ হোসেন, ইউ এন ও, মোহনগঞ্জ, মাঝে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা, এবং ডানে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি, দেওড়াজান নদী পাবসস লিঃ।

এই হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দেওড়াজান পাবসস লিঃ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানার অধিকারী হলো। এর ফলে দেওড়াজান পাবসসের সদস্যগণ অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার আবাদী জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

এ উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের মধ্যে রয়েছে একটি ২ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৩.৮৩ কিলোমিটার নদী পুনঃখনন। এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা দূর হয়ে উপ-প্রকল্প এলাকা জলাবদ্ধতামুক্ত হবে এবং একই সাথে পানি সংরক্ষণও করা যাবে। এতে শুষ্ক মৌসুমে এলাকায় সেচের আওতায় উফশী জাতের ধান ও রবিশস্য আবাদে সহায়ক হবে। এর ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩০০ হেক্টর জমি উফশী জাতের ধান ও অন্যান্য শস্যের আওতায় আসবে, দানাদার শস্যের উৎপাদন প্রায় ৩০০০ টন ও অদানাদার শস্যের উৎপাদন ৫০০ টনে উন্নীত হবে এবং ৪০০ কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

দোষরপাড়া-কয়রাখোলা সেচ উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিরাজদিখান উপজেলাধীন দোষরপাড়া-কয়রাখোলা (এসপি নং-২৪১২১) সেচ উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিনামা গত ১ মার্চ, ২০০৯ তারিখে দোষরপাড়া-কয়রাখোলা পাবসস লিঃ-এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট পাবসস-এর কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ ও জনাব আব্দুল মান্নান কোম্পানী, পাবসস সভাপতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ইছামতি শাখা খালের ৪.৭০ কিলোমিটার পুনঃখননের ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার জল নিষ্কাশনে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। ফলে এলাকায় উফশী বোরো ধান ও অন্যান্য ফসল জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩৭০ হেক্টর জমি উফশী বোরো ধান আবাদের আওতায় আসবে এবং ৫২৬টি কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন।

উল্লিখিত উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সিরাজদিখান উপজেলার নব-নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী, সিরাজদিখান উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, পাবসস সদস্য এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ। তাঁর ডান পার্শ্বে সিরাজদিখান উপজেলার নব-নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এবং বাম পার্শ্বে জনাব আব্দুল মান্নান কোম্পানী, পাবসস সভাপতি।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা

টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর পাবসসসমূহ প্রতিবছরই তাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং বিশেষ সাধারণ সভায় তা অনুমোদন করে থাকে। নিয়মিত এই কর্মসূচির আওতায় নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার অর্ন্তগত মশিন্দা উপ-প্রকল্প এবং নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার মেছোঘাটা বিল উপ-প্রকল্প দুটির পাবসস তাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে চলতি (জুলাই ২০০৮-জুন ২০০৯) বছরে সমিতির অফিসে বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট পাবসসের সভাপতিগণ নিজ নিজ উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আয়োজিত বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পানি নিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যার কারণে আগাম বন্যা ও মৌসুমি প্লাবনে মশিন্দা বিল উপ-প্রকল্প এবং মেছোঘাটা বিল উপ-প্রকল্প এলাকায় আমন ধান চাষ ব্যাহত হয় এবং রবি মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, খেসারি বপন বাধাগ্রস্ত হয়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন বর্ষা মৌসুমের শুরুতে পানি অবকাঠামোর মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমন ধান চাষ করা যাবে অন্যদিকে বর্ষার শেষে পানি সংরক্ষণ করে রবি মৌসুমের ফসলে সম্পূরক সেচ দেওয়া যাবে।

মেছোঘাটা বিল উপ-প্রকল্প

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলাধীন মেছোঘাটা বিল পাবসসের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য এক বিশেষ সাধারণ সভা ১ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ লোকমান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে আয়োজিত এই বিশেষ সাধারণ সভায় পাবসসের তিন শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মেছোঘাটা বিল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে বিশেষ সাধারণ সভায় পাবসসের আটজন প্রতিনিধি কর্মপরিকল্পনার আটটি অধ্যায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত উপজেলা কৃষি, মৎস্য, সমবায়, পশুসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ পরিকল্পনার নিজ নিজ বিষয়ের উপর তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর পরিশীলিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনাটি উপস্থিত সদস্যের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে পাবসসের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪০৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৩৩৭ জন ও মহিলা সদস্য ৭২ জন। শেয়ার-সঞ্চয় এবং অন্যান্য খাতে সমিতির মোট পুঁজির পরিমাণ ১,৪১,৭২৫ টাকা। এ পর্যন্ত সমিতির ৬১ জন পুরুষ এবং ১৩ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৭৪ জন সদস্যকে ২,৭৭,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয়েছে। সভায় জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, পাবসস সভাপতি, সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মশিন্দা বিল উপ-প্রকল্প

মশিন্দা বিল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাবসস প্রণীত পরিকল্পনাটি আটজন পাবসস সদস্য পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত উপজেলা কৃষি, মৎস্য, সমবায়, পশুসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ পরিকল্পনার নিজ নিজ বিষয়ের উপর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনাটি অনুমোদন লাভ করে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আয়োজিত এই বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পাবসসের সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হালিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ এন এম মাইনুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গুরুদাসপুর, নাটোর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব তোফাজ্জেল আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর। উক্ত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলীসহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। এছাড়াও পাবসস সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে মশিন্দা বিল পাবসস লিঃ-এর সদস্য সংখ্যা ২৮৬ জন পুরুষ ও ৯৮ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৩৮৬ জন। শেয়ার-সঞ্চয় ও অন্যান্য খাতে পাবসসের মোট পুঁজির পরিমাণ ৬৯,৭৭৩ টাকা।

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতির ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা ১৭ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত ৯টি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রগতি পর্যালোচনা সভাসমূহে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় তা হলো- ১) উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ও বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা। ২) অসমাপ্ত উপ-প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়কে অনুরোধ জানানো। ৩) ইতোমধ্যে সমাপ্ত উপ-প্রকল্পগুলোর ব্যবহারিক মালিকানা সংশ্লিষ্ট পাবসস-কে হস্তান্তরের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া। ৪)স্থগিত উপ-প্রকল্পগুলোর কাজ শুরু করে প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যেই তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৫) পুনঃকরণ ডকুমেন্ট প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিও-ইকোনমিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পাবসস সভাপতি/সেক্রেটারীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর (পিএমও) থেকে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও প্রকল্প উপদেষ্টা দলের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত সভাসমূহে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানের ত্বরিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পের শেষ বছর বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হয়ে প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতির ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভার দৃশ্য

জৈব সার প্রদর্শনী

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবি, অথচ এদেশে মানসম্পন্ন বীজ ও সারের চাহিদার তুলনায় সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি মেটাতে সরকারকে হিমসিম খেতে হচ্ছে, দিতে হচ্ছে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি। নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন রামপুর পাবসস লিঃ গত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন জাতের উন্নত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপনন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং অনেকাংশে সফলতা অর্জন করেছে। বীজ উৎপাদনে সফলতা অর্জনের পর রামপুর পাবসস এখন জৈব সার উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গত ২৯/০১/০৯ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি-এর সভাকক্ষে নাটোর জেলায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্প/পাবসস-এর অগ্রগতি বিষয়ে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেন রামপুর পাবসসের সম্পাদক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিষয়টি জেলার অন্যান্য পাবসসগুলোর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করলে নির্বাহী প্রকৌশলীর উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিটি পাবসসকে এক বস্তা করে জৈব সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

গত ৩১/০৩/২০০৯ তারিখ অপর একটি পর্যালোচনা সভায় জৈব সারের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সকল পাবসসের সদস্যগণ জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করে ফসলের ভাল ফলন পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি পাবসস এলাকায় ব্যাপক প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে মাঠ দিবস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, রামপুর পাবসস কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব সার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার কম লাগে, পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পোকা মাকড়ের আক্রমণ কম হয় এবং একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ৩ বছর জৈব সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জৈব সারের গুণাগুণের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য নাটোর জেলার ১২ টি পাবসসের সদস্যবৃন্দ আগামী আমন মৌসুমে একযোগে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

পাবসস সদস্যদের খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০০৯ সময়কালে ১১ ব্যাচে মোট ২২টি উপ-প্রকল্পের পাবসসের সদস্যদের জন্য খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার উপরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের প্রতিটি ব্যাচে দুটি করে উপ-প্রকল্পের প্রতিটি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটির ২ জন, কৃষি উপ-কমিটির ২ জন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির ২ জন, এবং সাধারণ কৃষক সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ জন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী, সোসিও ইকোনমিস্ট, কৃষি ফ্যাসিলিটেটর এবং উপ-প্রকল্প এলাকায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের কোর্সে শিক্ষার্থীদের একাংশ

তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে সেচ প্রকৌশল, সেচ প্রতিষ্ঠান ও কৃষিতাত্ত্বিক বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় দিনে সেচ ব্যবস্থাপনায় সফল একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সেচ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং সেচ বাজেট প্রণয়নের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। তৃতীয় দিনে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে প্রতি উপ-প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নিজ নিজ উপ-প্রকল্পে প্রয়োগের উপযোগী একটি কার্যকারী এবং বাস্তবসম্মত সেচ বাজেট ও সেচ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। প্রতি উপ-প্রকল্পের প্রণীত পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপনের পর পর্যালোচনা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তা পরিশীলনের অনুশীলন করা হয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার রিসোর্স পারসনগণ এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এবং দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং এর অধীনে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলীদের উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের মূলনীতি, পানি সম্পদ অবকাঠামোর ডিজাইনের উপর স্বচ্ছ ধারণা এবং মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সক্ষম ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অবকাঠামো ডিজাইন ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ" শীর্ষক এক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। ২৮ থেকে ৩০ মার্চ, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত নবম ব্যাচের এই প্রশিক্ষণ কোর্সে জিওবি ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ২২জন সহকারী প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী সহকারী প্রকৌশলীদের একাংশ।

তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে এলজিইডি'র দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষকগণ উপ-প্রকল্প শনাক্তকরণ, বাছাই, অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ পরিকল্পনা নীতি, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোর নকশা তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ, উপ-প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবহারিক দিকগুলো পর্যালোচনা করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্টিনিউইং এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের রিসোর্স পারসনগণ উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নে তাত্ত্বিক বিষয়ে সম্যক ধারণা দেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা সম্ভাবনাময় উপ-প্রকল্প শনাক্ত করতে পারবে এবং উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। হালনাগাদ তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে ভবিষ্যতে রিফ্রেসার কোর্স আয়োজন করা হলে বর্তমান কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের কর্মদক্ষতা অধিকতর বৃদ্ধি হবে এবং অর্জিতজ্ঞান মাঠ পর্যায়ে দক্ষ ও কার্যকরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যসম্পাদনের মান ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা মনে করেন।

জাইকা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ময়মনসিংহ জেলার প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশে কর্মরত জাইকা প্রতিনিধি মিঃ ফুজিতা, তিনজন জাইকা সদস্য এবং জাইকা পার্টনারশিপ সেমিনার মিশন-এর ১৪ সদস্যের জাপানি প্রতিনিধিদল ময়মনসিংহ জেলায় জাইকা সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরে জাইকা অর্থায়নে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গফরগাঁও উপজেলার রৌহা পাইলট উপ-প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এছাড়াও জাপানি প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ জেলার বিভিন্ন ব্রীজ, রাস্তা, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ এর আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্পও পরিদর্শন করেন।

মত বিনিময় সভায় ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব শফিকুল ইসলাম আকন্দ, রৌহা পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল উপস্থিত উপকারভোগী ও পাবসস সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময় সভায় জাইকা দলনেতা মিঃ ফুজিতা ময়মনসিংহ জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং জাপান সরকারের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। উক্ত সভায় প্রকল্পের পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ, ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব শফিকুল ইসলাম আকন্দ, এগ্রোনমিষ্ট ড. কিউ আর ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর জেলার ৪১টি উপ-প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ (Reconnaissance) সম্পন্ন

জাইকা অর্থায়নে বৃহত্তর মায়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুরের ১৫টি জেলায় বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক জরিপ কার্যক্রম (Reconnaissance) শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯) ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর জেলার ২১টি উপজেলায় প্রস্তাবিত ৪১টি উপ-প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

প্রাথমিক জরিপ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ড. কিউ আর ইসলাম, এগ্রোনমিষ্ট, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ডিজাইন প্রকৌশলী, এডিডিএ, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, জনাব ইকবাল কবির, জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার এবং জনাব নুরুল আনোয়ার, জোনাল সোসিও-ইকোনমিষ্ট, আইডব্লিউআরএম। উক্ত টিমকে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট জেলায় নিয়োজিত প্রকল্পের জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার ও কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসারগন সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় দুটি পাইলট উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

জনাব ইকবাল কবির, জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে প্রাথমিক জরিপের তথ্য লিপিবদ্ধ করছেন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় 'পাবসস-এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় ২৮ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, পাবসস সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। "পাবসস-এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূলপর্যায়ে উপকারভোগীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ পাবসস-এর উপযোগী বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন। তাদের এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করে এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবেন।

এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নারায়ণহাট-গজারিয়া খাল পাবসস লিঃ এবং বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার মানিকের খাল-কতুয়া বিল পাবসস লিঃ থেকে ২২জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প দুটির জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মোট ১৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আশা করা যায়, প্রশিক্ষণার্থীরা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে তাদের পাবসস-এর সামর্থ্য, দক্ষতা এবং এলাকার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন হবেন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

উপরে (মাঝখানে) মহা পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য দিচ্ছেন। নিচে প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ।

পঞ্চম ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরাম অনুষ্ঠিত

মোঃ মশিউর রহমান, দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি, পঞ্চম বিশ্ব পানি ফোরামে পানি, খাদ্য ও দারিদ্র্য বিষয়ক অধিবেশনে প্যানেলিস্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের একটি অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ (ডান দিকের ছবিতে)।

পঞ্চম বিশ্ব পানি ফোরাম (Fifth World Water Forum) গত ১৬-২২শে মার্চ, ২০০৯ তারিখে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ডঃ আবদুল্লাহ গুল এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। পানি আমাদের জীবন ও অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সম্মেলনের উদ্বোধনকালে দৃঢ়তার সাথে তিনি এই সত্য উচ্চারণ করেন। ফোরামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "Bridging Divides for Water" -এর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই ফোরাম পানি ব্যবস্থাপনার অধিকতর উৎকর্ষসাধনে সম্মিলিত সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে। তিনি বলেন পানি ব্যবস্থাপনা কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, এখানে রাজনৈতিক বিষয়ও প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই সম্মেলনে ১৫৫টি দেশের ২৫ হাজারের অধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন ৩ জন রাষ্ট্রপতি, ৫ জন প্রধানমন্ত্রী, ৮৫ জন মন্ত্রী, ২৬৩ জন সাংসদ এবং ৬৩ জন মেয়র। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, পানি গবেষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, আদিবাসী দল, যুবসমাজ ও প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফোরামের উদ্দেশ্য ছিল মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "Bridging Divides for Water" নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান পানি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর একটা শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সমাধানে পৌঁছানো এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পানি ব্যবহারকারী, নীতি নির্ধারক ও পানি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অধিকতর সমঝোতার মনোভাব এবং উন্নততর তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। পরোক্ষভাবে বলা যায় এটা পানি ও স্বাস্থ্য, পানি ও শক্তি, পানি ও জলবায়ু এবং মিঠাপানি ও লোনাপানির মধ্যে নতুন এবং ইতোমধ্যে বর্তমান যোগসূত্র ও বন্ধন সৃষ্টি এবং সুদৃঢ় করার একটি উদ্যোগ। ফোরামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি পানি বিষয়ক কৌশল, অর্থায়ন, সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিরাজমান যে শূন্যতা তা তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পূরণের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট। ফোরামের আলোচনার প্রক্রিয়া ৬টি প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ২৩টি আলোচ্য বিষয় এবং ১১৫টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল।

সম্মেলনে মন্ত্রী পর্যায়ের ৮টি গোল টেবিল বৈঠকে পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। মাননীয় মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন "Ministers for Water Security" শীর্ষক এশিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবেশনে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের পক্ষ থেকে পানি ও জলবায়ুর উপর আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পানি সম্পদ অবকাঠামোতে অর্থায়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পানি ও বিপর্যয় বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, সম্মেলনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ, এলজিইডি, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, ডিডব্লিউএএসএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন কর্মকর্তা সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চপদস্থ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি আব্দুল্লাহ্ গুল, ইরাকের রাষ্ট্রপতি জালাল তালেবানি, তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইমোমালি রাহমন, নেদারল্যান্ডের ক্রাউন প্রিন্স উইলেম আলেকজান্ডার, জাপানের ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতু কোতাইসি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী হান সেং-সু ফোরামে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্মরণে বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ ও পাকিস্তান ওয়াটার পার্টনারশিপ যথাক্রমে "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সম্পর্কিত বিপর্যয়" এবং "বহুপাক্ষিক পানি অংশীদারীত্বের মাধ্যমে স্থানীয় কার্যক্রমে সহায়তা" শীর্ষক সাইড ইভেন্টের আয়োজন করে। এই ইভেন্টে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। পানি ও বিপর্যয় বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মুদ্রিত প্রতিবেদনে প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক-এর নাম উল্লিখিত প্যানেলের সদস্য ও একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে অক্ষুন্ন রাখা হয়। ফোরামে এলজিইডি'র দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ করে সাফল্য পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মশিউর রহমান পানি, খাদ্য ও দারিদ্র্য বিষয়ক অধিবেশনে প্যানেলিষ্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এই ফোরামের দুইটি অর্জন হচ্ছে-

১. মিনিস্ট্রিয়াল ডিক্লারেশন এবং ২. ইস্তাম্বুল ওয়াটার কনসেনসাস

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জোরদারের প্রতি মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে আরও যে সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো –

- নদী অববাহিকা পর্যায়ে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা;
- পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসাধন করা;
- জাতীয় পর্যায়ে পানি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন করা;
- আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করাসহ সকল উৎসের আর্থিক সম্পদ কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
- উন্নয়ন সহযোগী ও উপকারভোগী দেশগুলো উভয়ে মিলে পানি ব্যবস্থাপনা, পানি-প্রাপ্যতা এবং পয়নিষ্কাশন (সেনিটেশন) ব্যবস্থার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করা;
- আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহযোগিতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা;
- যুদ্ধকালীন সময়ে পানিসম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;

উল্লেখ্য, ষিক্সথ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরাম (ষষ্ঠ বিশ্ব পানি ফোরাম) ২০১২ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজন করা হবে।

সম্পাদকঃ মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : gmpatwary@yahoo.com, মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।